



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৫ কার্তিক ১৪৩২, ৩১ অক্টোবর ২০২৫

কলা অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৫৬ শিক্ষার্থী ও ১০ শিক্ষক



কলা অনুষদের তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। অনুষদের ১৭টি বিভাগের মোট ১৫৬ জন শিক্ষার্থী ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান। এছাড়া দেশে/বিদেশে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের জন্য চারটি ক্যাটাগরিতে ১০ জন শিক্ষককে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন ডিনস অ্যাওয়ার্ড স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউল্লাহী। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, রেজিস্ট্রার ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ

করা হয়। অনুষ্ঠানে অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বেরও আয়োজন ছিলো।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- বাংলা বিভাগের মাহফুজা মাহবুব, ইংরেজি বিভাগের জেরিন তাসনিম রাইসা, মানতাহা কিশোয়ার, মো. সারোয়ার কামাল ভূঁইয়া, তাওসিফ এহসান, আয়শা আক্তার সুমি, মোসা. দ্বিধিতা হক, লাবিব রশিদ ইনান এবং তামিরিফা ফাইরুজ, আরবী বিভাগের মাসুদুর রহমান, আবদুল্লাহ মজুমদার, আতহারুল ইসলাম শহিদ, তৌহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকরামুল হক, মুনতাসির আহমদ মুয়াজ, মাহমুদুল হাসান, এজাজুল হক, মো. সাজ্জাদ হোসেন খান, সামিয়া জাহান, মিজানুর রহমান, নাজমুস সাকিব, হোসাইন আহম্মদ, ইয়াসির মাহমুদ, (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

জনসংখ্যা গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে ঢাবি এবং ইউএনএফপিএ'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর মধ্যে একটি নতুন অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ অর্থ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের কান্ডি রিপ্রজেন্টেটিভ ক্যাথরিন ব্রিন কামকং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু হাসানাত মোহাম্মদ কিশোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই অংশীদারিত্ব চুক্তির আওতায়

‘Strengthening Research and Knowledge Management Capacity of the Department of Population Sciences, University of Dhaka.’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এটি জাতীয় নীতি নির্ধারণে তথ্য এবং জনসংখ্যাগত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএফপিএ যৌথভাবে এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগকে একটি (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাবি শিক্ষার্থীর আইইইই ইউএস মাস্টার্স ফেলোশিপ লাভ



শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রনিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আফসানা আনজুম আঁখি মর্দাদাপূর্ণ ‘IEEE Electron Devices Society (EDS) Masters Fellowship 2025’ অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রথম নারী শিক্ষার্থী হিসেবে এই বৈশ্বিক সম্মান অর্জনের মাধ্যমে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। Electron Device ক্ষেত্রের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও

গবেষণাকে উৎসাহিত ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর IEEE EDS Masters Fellowship প্রদান করা হয়। অসাধারণ গবেষণা দক্ষতা, গবেষণা প্রকল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রকৌশল শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনে অনন্য সাফল্যের জন্য বিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীরা IEEE EDS Fellowship লাভ করে থাকেন। এ বছর বিশ্বব্যাপী মাত্র দুইজন মাস্টার্স শিক্ষার্থী এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আফসানা আনজুম আঁখি অন্যতম। (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাবি উপাচার্যের ইতালি ও লন্ডন সফর



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ইতালির রোম এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডন সফরের লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ ঢাকা ত্যাগ করেন।

তিনি ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত রোমে অবস্থান করেন। এরপর তিনি ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত ‘গোয়িং গ্লোবাল ২০২৫’ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রেসিডেন্ট এবং ইভান্স্ট্রির প্রতিনিধিসহ প্রায় সাড়ে ৩শ’ একাডেমিক লিডার, সিনিয়র শিক্ষাবিদ ও গবেষক এই সম্মেলনে যোগ দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান লন্ডন সফরকালে কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ছাড়াও ‘Higher Education Leadership in Uncertain Times: Building Capacity for Transformation’; ‘Oxford International Education Group (OIEG) (পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩)

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এবং এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর ২০২৫ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো ‘বিপর্যয় ও জরুরি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি’। (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

২৯ অক্টোবর থেকে ঢাবি আভারথ্যাজুয়েট প্রোথামে ভর্তির আবেদন শুরু

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে আভারথ্যাজুয়েট প্রোথামে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম গত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ দুপুর ১২টায় শুরু হয়। আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৫ রোববার রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে। গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ইউনিটের মাধ্যমে

‘আভারথ্যাজুয়েট প্রোথাম’-এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটগুলো হচ্ছে- ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’, ‘চারুকলা ইউনিট’ এবং আইবিএ ইউনিট। আগামী ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সোমবার থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে। সভায় ‘আভারথ্যাজুয়েট প্রোথাম’-এ ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়সূচি অনুযায়ী ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার, ‘চারুকলা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) আগামী ২৯ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার এবং আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর ২০২৫ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। আইবিএ ইউনিট ছাড়া (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত



বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭টায় জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, জগন্নাথ হলের আহত ছাত্র প্রতিনিধি ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. হিমাদ্রি শেখর চক্রবর্তীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ,

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবানীষ পাল, জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অজয় কুমার দাস, ড. জগদীশ চন্দ্র গুরুদাস, ডাকসুর ভিপি মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়ুম), জিএস এস এম ফরহাদ, জগন্নাথ হল সংসদের ভিপি পল্লব কুমার বর্মণ, জিএস সুদীপ্ত প্রামাণিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবরের মর্মান্তিক ঘটনা জাতি-ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রিত করেছিল। একের এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে এবং সমাজে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের আপডেট

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২শ’ ৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর একটি অফিসিয়াল চিঠি কয়েক মাস আগে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের মাধ্যমে চীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়। চীন সরকার ইতোমধ্যেই এই প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়া শেষে চীনের একটি বিশেষজ্ঞ দল Feasibility Study- এর জন্য শিগগিরই ঢাকায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫শ’ ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

যৌন হয়রানি, নিপীড়ন, বুলিং ও র্যাগিং প্রতিরোধে পৃথক দু’টি কমিটি কাজ করছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিভিকের্টের সিদ্ধান্তের আলোকে ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ এবং বুলিং ও র্যাগিং প্রতিরোধে পৃথক দু’টি কমিটি কাজ করছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবিরকে আহ্বায়ক করে ‘যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে তদন্ত কমিটি’ এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদাকে আহ্বায়ক করে ‘এ্যান্টি বুলিং এন্ড র্যাগিং কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন এবং বুলিং ও র্যাগিং সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ককে নিয়মিতভাবে অবহিত করার জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর অফিস থেকে ইতোমধ্যেই সকল অনুষদের ডিন, হলসমূহের প্রাধ্যক্ষ, হোস্টেলসমূহের ডায়রেক্টর, সকল বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটসমূহের পরিচালক ও প্রক্টর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, হল, (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

‘কন্সটিটিউশন মেকিং এন্ড আনমেকিং’ শীর্ষক সেমিনার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের আয়োজনে ‘Constitution Making and Unmaking’ শীর্ষক একটি সেমিনার গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ নবাব নগরায় আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা International IDEA এর Head of Constitution Building Program সুমিত বিসারিয়া।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. তোহিদুল ইসলাম, বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, একটি দেশের সংবিধান কেবল একটি আইনগত দলিল নয়, এটি জাতির আত্মার প্রতিফলন। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামত, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকা আবশ্যক।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংবিধান পরিবর্তন বা পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি বিষয়। তাই একাডেমিক পরিসরে এ নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

প্রধান বক্তা সুমিত বিসারিয়া বলেন, সংবিধান প্রণয়ন শুধু একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়; এটি এক রাজনৈতিক দরকষাকষি এবং একটি সামাজিক চুক্তি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া একটি টেকসই ও গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের মূল চাবিকাঠি। তিনি বাংলাদেশে আইন শিক্ষার অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে সংবিধান ও গণতন্ত্র বিষয়ে আরও গবেষণামূলক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা সংবিধান প্রণয়ন ও সংস্কারের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে মুক্ত আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা



সংস্কৃত বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্যের ২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে এক স্মারক বক্তৃতা গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম ‘নয়া উদারনীতির ‘বাজারি’ যুগে সংস্কৃত অধ্যয়ন’ শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। আলোচনায় অংশ নেন সংস্কৃত বিভাগের অনারারি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মালবিকা

বিশ্বাস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রয়াত অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানতে হবে। প্রায়োগিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শিক্ষা জীবনে অনেকেই অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেন কিন্তু পেশাগত জীবনে তাদের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গ্র্যাডুয়েট হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রেস্ট ক্যান্সার বিষয়ে দিনব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর উদ্যোগে ব্রেস্ট ক্যান্সার বিষয়ক দিনব্যাপী এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫-এর দিন-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ‘Save The Smile’ স্লোগানকে ধারণ করে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ঊঁইয়া, ডাকসু’র ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, বারডেম জেনারেল হাসপাতালের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মির্জা মাহবুব, বারডেম অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. শর্মিষ্ঠা রায়, ডা. মাসুদা জয়া এবং ডা. হাসিনা আলম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বারডেম অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোর্শেদ উদ্দীন আকন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ডাকসু’র স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মিনহাজ, কার্যনির্বাহী সদস্য উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়া ও আফসানা আক্তার। এসময় বিপুল সংখ্যক ছাত্রী

উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সমাজের সর্বত্র স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, লজ্জা, ভয় কিংবা সঙ্কোচের কারণে নারীরা অনেকসময় স্বাস্থ্যগত সমস্যা কাউকে জানাতে চান না। এতে স্বাস্থ্য সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করে এবং নিরাময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। খাদ্যাভাস, নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হলে এ ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্বরণের সহযোগিতায় মেডিকেল সেন্টারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সেমিনারে জানানো হয়, প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৬ হাজার ৮শ জন নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে মারা যান। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে সেটি নিরাময় করা সম্ভব।

শোক দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি নতুন হল নির্মাণ, বিভিন্ন পুরাতন ভবন সংস্কারসহ বৃহৎ একটি উন্নয়ন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে এবং ইতোমধ্যেই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবার। সবাইকে নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহৎ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল অংশীজনের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ সবাইকে নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উন্নত ও আধুনিক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, হল প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিহতদের প্রতিকৃতি চিত্র ও তথ্যপ্রমাণাদি প্রদর্শন করা হয়। বাদ মাগরিব বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ’সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

আভারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর) সকল ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

চারুকলা ইউনিট ও আইবিএ ইউনিট ব্যতীত অন্য ৩টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় কেন্দ্রসমূহ হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ/কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশাল এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় চারুকলা ইউনিট ছাড়া অন্যান্য ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের MCQ এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুধু চারুকলা ইউনিটের পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের MCQ এবং ৬০ নম্বরের অঙ্কন পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চারুকলা ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। এরমধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ এবং মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলের উপর থাকবে ২০ নম্বর। ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ২০২০ থেকে ২০২৩ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০২৫ সনের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) ‘বিজ্ঞান ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-৯য়ের যোগফল ন্যূনতম ৮ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫, ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-৯য়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-৯য়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ এবং ‘চারুকলা ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-৯য়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে।

চীনের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা



প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ১৫-দিনের চীন সফর শেষে গত ২৪ অক্টোবর ২০২৫ দেশে ফিরেছেন। চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট-এর আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করেন। সফরকালে তিনি চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (SHS) আয়োজিত ‘ Higher Education and Public Health Sector: Lessons from China’ শীর্ষক ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগদান করেন। সফরকালে তিনি চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট চেন ডংজিয়াং, চায়না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস গ্রুপ (CICG)-এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, দ্যা একাডেমিক অব কনটেম্পোরারি চায়না এন্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজ (ACCWS)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং Tongji University-এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে

মিলিত হন। এসব বৈঠকে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করেন। চীনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Oceanography Research Centre প্রতিষ্ঠার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) চীন সফরকালে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে China Central Television (CCTV) কে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

কলা অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর) হাসমত আলী, মাহমুদুল আহসান, মুনতাসির আহমদ, আরফাতুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, ইমরান হোসাইন, ওমর ফারুক, জেসমিন ইসলাম তাপসী এবং মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মাহদি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সায়মা আক্তার, মো. খায়রুজ্জামান, মোসা. ফাহিমা সুমাইয়া, মো. ইশরেকাত হাসান ইমন, মাহমুদা আক্তার এবং শান্তা আক্তার, উর্দু বিভাগের সৈয়দা জাসিয়া আলী, মোসা. আলপনা আক্তার, মো. আবু সাজিদ, নাকিবা আজিম এবং মো. হাবিবুল্লাহ মুসকান, সংস্কৃত বিভাগের অনিক চন্দ্র বিশ্বাস, মধু কুমার রায়, উম্মে তামান্না সুলতানা কুয়াশা, সুমি রাণী দাস এবং তমা রাণী সরকার, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের পিয়া দাস, অধিবাসী রায়, তানজিলা আক্তার এবং প্রতিভা চাকমা, ইতিহাস বিভাগের মো. হাসাইবুর রহমান, সোনিয়া আক্তার, মো. হাসিবুর রহমান, মো. মেহেদী হাসান, আবু তৈয়ব, সৌরভ মিয়া, অনন্যা আক্তার, তাসনিম মোস্তফা, পূজা দাস, ফারজানা পারভিন, সুপ্তিতা বাউঁ, অর্জুনা আক্তার, সুরাইয়া ইয়াসমিন সূচনা এবং রূপম রোদ্রর, দর্শন বিভাগের সানজিদা ইমু, তামান্না খাতুন, শায়লা ইসলাম নিপা এবং মো. ইমরান হোসাইন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাঈদ নাকিব, মো. হাসান তারেক খান, মো. মাজহারুল ইসলাম, রাকিফাতুল জান্নাত, কাজী নাস্ঈম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ জায়েদ, মো. মাহমুদুর রহমান, মো. আমির ফয়সাল, মো. আহমদুল্লাহ, উম্মে কুলসুম, তাসলিমা আক্তার অণু, জাকিয়া খাতুন, নাসরিন আক্তার, মো. সাখাওয়াত হোসাইন সাক্বির এবং মো. নূর আলম, খায়রুন নেসা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মোসা. শাহিনা খাতুন, রুজেল মিয়া, মো. রুমন হোসাইন, জিনাত আরা মুনা, জাহানারা, আফসানা নূর ফাবি, রেশমা আক্তার, ইশিতা খাতুন, মো. তোহিদুল ইসলাম, হোসনে আরা, মুবাশ্বিরুজ্জামান হাসান, আবু আহমদ মুহিবুল্লাহ এবং সাফা আহমদ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের মণীষা সাহা, কাজী মোস্তফা জামান, আশিক রায়হান, সানজিদা ইসলাম বুশরা, ফারিহা তাসনিম শ্রুতি এবং মো. হাসনাইন, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের নিকিতা আজম, মোসা. নাসরিন সুলতানা, রিফাত করবী, তাহসিন নূর মৃত্তিতা, মুনিরা মাহজাবিন, মো. আশরাফুল ইসলাম, জাদিদ ইমতিয়াজ আহমেদ এবং মো. আল মামুন, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব, নওয়াজ শরিফ শুভ, প্রজ্ঞা সাহা, স্মৃতি আক্তার, মো. শাহাজালাল বাদশা, শুদ্ধ এম তৌসিফ এবং শাম্ভব সরকার, সংগীত বিভাগের কমল দত্ত, নূরে জান্নাত আফরিস, অপ্পিতা দে এবং নুসরাত জাহান। বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের লুৎফন নাহার, অমৃতা পাল, জান্নাতুল

ফেরদৌস, রাগিব আনজুম, দেবাশিস দাস, সুস্ময় দেব বর্মন এবং শিখা রাণী দাস, নৃত্যকলা বিভাগের মূর্ছনা দেবনাথ, লাবনী বন্যা, রিফাহ তাসনিয়া তিশান, সুরাইয়া কবির এবং তমি সরকার। ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন- আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং ড. মো. মুমিত আল রশিদ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, ড. শাহী মো. মোস্তফা এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ড. শান্টু বড়ুয়া এবং ইংরেজি বিভাগের ড. কামরুল হাসান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মেধাকে মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও আমরা সঙ্গে রাখতে পেরেছি। আসলে আপনারাও আমাদেরই অংশ। উপাচার্য বলেন, মেধার অন্যতম ভিত্তি হলো পরিশ্রম। মনে রাখতে হবে, সাফল্যের পেছনে অনেকের অবদান থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের যে পরম্পরা তা তোমরা ধরে রেখেছো। এটাই আমাদের গর্ব। উপাচার্য আরও বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা পড়াশোনাকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দিতে পেরেছি। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যই ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, এই প্রোগ্রামটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক গর্বের। মেধার স্বীকৃতি দিতে পারা সভ্যিই এক ধরনের সার্থকতা। একজন শিক্ষক হিসেবে এটি বড় সফলতা যে তার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। এ অর্জনের পেছনে বাবা-মাদের অবদান কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না। সভাপতির বক্তব্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, আজকের এই আয়োজন আমাদের জন্য এক গৌরবময় ও বিশেষ উদযাপনের দিন। তবে কেবল এই অর্জনে আত্মতুষ্ট হয়ে থেমে গেলে চলবে না। বরং এই স্বীকৃতি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা চিন্তা ও কর্মে সর্বদা সং থাকবে। অর্জিত জ্ঞানকে অহংকারের কারণে নয়, সমাজের কল্যাণে উদারভাবে বিলিয়ে দিতে হবে।

সুর ও ছন্দে চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব উদযাপন



সুর ও ছন্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় "শরৎ উৎসব ১৪৩২" উদযাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ, সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ এবং ডাকসু যৌথভাবে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ এই উৎসব আয়োজন করে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধনী পর্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ, নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন তামান্না রহমান, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন কাজী তামান্না হক সিগমা, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী

ইবনে মোহাম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা শরৎ উৎসব আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এধরনের উৎসব শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান যান্ত্রিক জীবনে এধরনের উৎসব আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এসব উৎসব থেকে মানবিক গুণাবলী অর্জন করার জন্য তিনি সকলকে পরামর্শ দেন। শরৎ উৎসবকে গ্রাম-বাংলার চিরায়ত উৎসব হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব দরবারে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে পারি। চারুকলা অনুষদ, সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে পেইন্টিং প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের ফারিয়া নওশিন আহমেদ ও সাজ্জাদুল ইসলাম এবং গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের ফরহাদ আলী।

ফার্মেসী অনুষদ এবং সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদ এবং সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের (সিসিএস) যৌথ উদ্যোগে "The Introduction of Traditional Chinese Medicine & Medical Practices" শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার গত ২০ অক্টোবর ২০২৫ ফার্মেসী লেকচার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজার সভাপতিত্বে ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশীদ, চীনের সাংহায় ইউনিভার্সিটি অব ট্র্যাডিশনাল এন্ড চাইনিজ মেডিসিনের অধ্যাপক ড. হাইলি ঝাও এবং অধ্যাপক ড. ইলি এমডি ক্যাস্পার চিকিৎসা বিষয়ে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, আধুনিক চিকিৎসার ব্যয় দিনদিন বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ট্র্যাডিশনাল ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারলে চিকিৎসা ব্যয় কমানো সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনার আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এধরনের আয়োজন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেমিনারের ২য় সেশনে আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ২০২৩ ও ২০২৪ সালের ‘বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা’র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২০ অক্টোবর ২০২৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাহবুব সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ

ছিদ্দিকুর রহমান খান ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন হল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক হলের খণ্ডকালীন শিক্ষক মনিরা পারভীন। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক নিশিতা জামান নিহা। এসময় হল সংসদের ভিপি রাফিয়া রেহমুমা হুদিসহ হল সংসদের অন্যান্য প্রতিনিধি ও আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি পেলেন ৬ শিক্ষার্থী

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ২০২৩ ও ২০২৪ সেশনের ৬জন শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। পরে ‘অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের জীবন ও কর্ম’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের জীবন ও কর্মের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান মো. গোলাম মাওলা, অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া এবং প্রয়াত অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের জ্যেষ্ঠ কন্যা মিসেস ফারহানা আঞ্জুম আলোচনায় অংশ নেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রয়াত অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, দেশে ফারসি ভাষা শিক্ষা ও গবেষণায় তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য কোষাধ্যক্ষ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবি উপাচার্যের ইতালি ও লন্ডন সফর

(১ম পৃষ্ঠার পর) The Business of Public-Private Partnerships in Higher Education’ শীর্ষক তিনটি মাস্টারক্লাসে অংশ নেন। এর পাশাপাশি লন্ডনের SOAS University, London School of Economics and Political Science (LSE), Birkbeck University Ges University of Westminster (Marylebone Campus) পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শৌখ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

বাংলাদেশ-চীনা ভাষা শিক্ষা বিষয়ক ৫ম ফোরাম

‘ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তা এবং স্থানীয়করণের সংযুক্তি-বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষার উচ্চমানের উন্নয়নের যাত্রা (Integration of Digital Intelligence and Localization—Pathways to High Quality Development of Chinese Language Education in Bangladesh)’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষা বিষয়ক ৫ম ফোরাম (The 5th Forum on Chinese Language Education in Bangladesh) গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান,

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিসিএস প্রশাসন একাডেমির এমডিএস (উন্নয়ন ও গবেষণা) ও যুগ্মসচিব মো. নুরুজ্জামান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট ও শান্ত-মারিয়াম-হোংহো কনফুসিয়াস ক্লাসরুমের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এই ফোরাম আয়োজন করে। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস। বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশে চীনা ভাষার বিকাশ ও আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর



(প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক অনেক পুরানো। ব্যবসা-বাণিজ্য, একাডেমিক কিংবা প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে আজকের এই অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের ভাষাগত দক্ষতার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অনেকটাই এগিয়েছে চীন। সেজন্য চীন ও বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, একাডেমিক কিংবা প্রযুক্তিগত সম্পর্ককে সামনে রেখে এই আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে ‘বাংলাদেশ-চীনা ভাষা শিক্ষক সংস্থা (Bangladesh Chinese Language Teachers Association) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, শান্ত-মারিয়াম-হোংহো কনফুসিয়াস ক্লাসরুম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১২টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশ নেন। উদ্বোধনী পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় দুটি একাডেমিক সেশন। যেখানে চীন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিকেলে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনব্যাপী ফোরামের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

ইতিহাস বিভাগের ৯৬ জন শিক্ষার্থীকে ১৪ লাখ টাকার বৃত্তি প্রদান



ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ৯৬ জন শিক্ষার্থীকে ১৪ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও ইতিহাস বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক শারমিন জাহান চৌধুরী অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। ৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এই বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম ক্যাটাগরিতে ১৯ জন শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে, দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে ১৭ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ৭ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ৩১ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রত্যেক বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ২৯ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বর্ষের প্রথম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা ১০ হাজার টাকা করে, দ্বিতীয় স্থান

অর্জনকারীরা ৭ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি পান। উল্লেখ্য, ইতিহাস বিভাগে ১৬ টি বৃত্তি ফান্ড আছে। এসব ফান্ড থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়। এবছর ৬ জন শিক্ষার্থীকে ইতিহাস বিভাগ বৃত্তি, ৬ জন শিক্ষার্থীকে জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী বৃত্তি, ৪ জন শিক্ষার্থীকে ফজলুল করিম স্মারক বৃত্তি, ৪ জন শিক্ষার্থীকে নূরুল আবেদীন স্মারক বৃত্তি, ৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রয়াত আলহাজ্ব নূরুন নেসা বেগম বৃত্তি, ১ জন শিক্ষার্থীকে ১৯৮৩ ব্যাচ বৃত্তি, ১ জন শিক্ষার্থীকে ১৯৮৪ ব্যাচ বৃত্তি, ১ জন শিক্ষার্থীকে ১৯৮৫ ব্যাচ বৃত্তি, ৭ জন শিক্ষার্থীকে মির্জা বানু এড সিরাজুল ইসলাম এন্ডউমেড ফান্ড বৃত্তি, ১ জন শিক্ষার্থীকে আব্দুল মোবারক বৃত্তি, ১১ জন শিক্ষার্থীকে হিন্দি অ্যাকাডেমি এন্ডউমেড ফান্ড বৃত্তি, ৭ জন শিক্ষার্থীকে বিবেকানন্দ ইতিহাস ফান্ড বৃত্তি, ১০ জন শিক্ষার্থীকে কুদসিয়া চৌধুরী ওয়াকুফ বৃত্তি, ৪ জন শিক্ষার্থীকে গোলাম সাকলায়েন সাকী বৃত্তি, ৩ জন শিক্ষার্থীকে এ কে এম বজলুর রহমান-বেগম নুরজাহান বৃত্তি এবং ২৯ জন শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, **ভারপ্রাপ্ত পরিচালক** (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮